দ্বাদশ দার্‌স

الدرس الثاني عشر

প্রতিনিধি দলের আগমন ও বাদশাদের নিকট পত্রপ্রেরণ

الوفود ومكاتبة الملوك

নবী করীম-ﷺ-এর আনীত বিষয়ের বিকাশ ঘটলে এবং তাঁর দাওয়াত বিস্তার লাভ করলে প্রত্যেক স্থান থেকে দলে দলে মানুষ মদীনা অভিমুখে আসতে লাগলো এবং ইসলামে প্রবেশ করার ঘোষণা দিতে লাগলো।

অনুরূপ তিনি-ﷺ-বাদশাহদের প্রতি পত্র প্রেরণের মাধ্যমে তাদেরকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানাতে লাগলেন। কেউ তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে ঈমান আনলো। কেউ সুন্দরভাবে পত্রের উত্তর দিলো এবং (নবীর) জন্য উপঢৌকনও পাঠালো, কিন্তু ইসলাম গ্রহণ করলো না। আবার কেউ তাঁর পত্রকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে দিলো। যেমন পারস্যের বাদশাহ খুসরু নবী করীম-ﷺ-এর পত্রকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে দিয়েছিলো। ফলে তিনি-ﷺ-তার উপর বদ্দুআ ক'রে বলেছিলেন, "হে আল্লাহ! তার রাজ্যকেও টুকরো টুকরো করে দাও।" তাই কিছু দিনের মধ্যেই তার পুত্র তার উপর আক্রমণ ক'রে তাকে হত্যা ক'রে তার কাছ থেকে রাজত্ব কেড়ে নিয়ে ছিলো।

মিসরের বাদশাহ মুক্বাউক্বেস ইসলাম গ্রহণ তো করে নি, তবে সে নবী করীম-ﷺ-এর বড়ই সম্মান করেছিলো এবং দূত মারফত নবীর জন্য উপঢৌকন পাঠিয়ে ছিলো। রোম সম্রাট কেসরাও অনুরূপ আচরণ করেছিলো। সেও বড় উত্তম উত্তর দিয়ে ছিলো এবং নবী করীম-ﷺ-এর দূতের চরম শ্রদ্ধা করেছিলো। আর বাহরাইনের বাদশাহ মুনযির ইবনে সাওয়ার কাছে যখন নবী করীম-ﷺ-এর পত্র পৌঁছে, সে তা পাঠ ক'রে বাহরাইনবাসীদেরকে শুনিয়েছিলো। ফলে কেউ ঈমান এনেছিলো এবং কেউ অস্বীকার করেছিলো।

রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর মৃত্যু

হজ্জ থেকে প্রত্যাবর্তনের প্রায় আড়াই মাস পর তিনি-ﷺ-রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েন। দৈনন্দিন রোগ বেড়েই যাচ্ছিলো। (তীব্রভাবে রোগাক্রান্ত হয়ে) ইমামতি করতে অক্ষম হয়ে পড়লে আবূ বাকার-رضي الله عنه-কে ইমামতি করতে বলেন। হিজরি ১১সনে ১২ই রবিউল আওয়াল সোমবারের দিন রাসূলুল্লাহ-ﷺ-মৃত্যু বরণ ক'রে তাঁর মহান সাথীর কাছে যাত্রা করেন। তখন তাঁর বয়স হয়েছিলো ৬৩ বছর। এ খবর শুনে সাহাবায়ে কেরাম প্রায় জ্ঞান ও স্বস্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন। এ খবর তাঁরা বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। এহেন সময় আবূ বাকার সিদ্দীক-رضي الله عنه-এক ভাষণে লোক জনকে শান্ত করেন এবং তাদেরকে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-একজন মানুষ ছিলেন। যিনি মৃত্যু বরণ করেছেন, যেমন অন্যান্য মানুষ মৃত্যু বরণ করে। মানুষ শান্ত হয়ে যায়। রাসূলের গোসল দেয়া, কাফন পরানো ও তাঁর স্ত্রী আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)র হুজরাতে তাঁকে দাফন করা হয়। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-নবূওয়াত প্রাপ্তির পূর্বে চল্লিশ বছর ও পরে তের বছর মক্কায় এবং দশ বছর মদীনায় জীবনযাপন করেন।

অতঃপর মুসলিমরা সকলের ঐক্যমতে আবূ বাকার-رضي الله عنه-কে নিজেদের খলিফা নির্বাচন করেন। তিনি ছিলেন খোলাফায়ে রাশেদীনদের মধ্যে প্রথম।